ঽস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকপথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥ ২৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্য, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্টা, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, তীর্থ, নিয়ম, যম প্রভৃতি সাধন আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না, সর্ব্ব আসক্তি বিনাশক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশীভূত করে। পূর্ব্বাধ্যায়ে অর্থাৎ ১১।১১ অধ্যায়ের শেষভাগে "ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিং সাধুসেবয়া॥" যে জন সংযতচিত্তে ইষ্টা ও পূর্ত্তদ্বারা আমাকে পূজা করে, সে জন আমাতে সদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয়—এই প্রমাণে সাধুসেবা দ্বারা অন্তরঙ্গ ভক্তের প্রতি নিষ্ঠা উৎপত্তির বিধানে অন্য সাধনের অপেক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ কেবল সাধুসেবা দ্বারাই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় না, তাহার সঙ্গে ইষ্টা ও পূর্ত্তের সহায়তা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেস্থানে উল্লিখিত ইজ্যা শব্দের অর্থ ৭ম স্কন্ধে কথিত রীতি অনুসারে—অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসী, চাতুর্মাস্য যাগ, পশুযাগ, বৈশ্বদেববলীহরণরূপ অর্থই বুঝায়। 'পূর্ত্ত' শব্দে দেবালয়, ফলের উদ্যান, কূপ, বাপী, তরাগ, জলপানসত্র বুঝায়। আর এস্থানে অর্থাৎ "নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা" এই ১১।১২ অধ্যায়ে উক্ত 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ "হবিষাগ্নৌ যজেত মাং" ১১।৪২ শ্লোকে উক্ত ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া আমাকে পূজা করিবে। এই অগ্নিহোত্রাদি উপলক্ষিত যজ্ঞরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। আর পূর্ত্ত শব্দের "উদ্যানোপবনাক্রীড়াপুরমন্দিরকর্ম্মণি"—এই ১১।১১।৩৮ শ্লোকে উক্ত ভগবৎসেবার জন্য পুষ্পপ্রধান, ফলপ্রধান, শ্রীবিগ্রহের বিহারস্থান, পুর (চক্রবেষ্টন), মন্দিরাদি কর্ম্ম উপলক্ষিত ভগবৎসেবোপযোগী অনুষ্ঠান। এইপ্রকার (পূর্ব্বোক্ত প্রকার) ইষ্ট ও পূর্ত্ত দ্বারা যেমন আমাকে পূজা করে সে জন আমার 'স্মৃতি' লাভ করে। তন্মধ্যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগের দ্বারা ভক্তিতে প্রবেশ হইবার কারণ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানরূপ অগ্নি প্রভৃতির সন্তর্পণ করা হয়। যদি অগ্নি প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে—এই প্রকার বুদ্ধি না রাখিয়া কেবল ঘৃতের দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তিতে প্রবেশ হইতে পারে না। আর যদি ভগবৎপরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে কূপ আরাম প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ত্তের দ্বারাই ভগবদ্‌ভক্তিতে প্রবেশ